৩০/৯/২০০১

দৈনিক ইনকিলাব

ক্যাডারদের হল ত্যাগের হিড়িক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের কণ্ঠে বিদায়ের সুর

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ও ক্যাডারদের কণ্ঠে বিদায়ের সুর বেজে উঠেছে। তল্পিতল্পাসহ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ত্যাগের হিড়িক পড়েছে। আগামীকাল (সোমবার) অনুষ্ঠেয় ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয় নিশ্চিত মনে করে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ও ক্যাডাররা আগেই হল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। গত পাঁচ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলে ছাত্রলীগের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকলেও হলগুলো এখন ছাত্রলীগশূন্য প্রায়। শুধুমাত্র নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রগুলো দখলে রাখতে কয়েকটি হলের স্বল্পসংখ্যক ক্যাডাররা এখনো হলে আছে। তাদেরও ডেডলাইন ১ অক্টোবর বিকেল ৫টা বলে তারা মনে করছে। এদিকে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও ঢাকা-১১ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে জয়ী করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের অধিকাংশ নেতাকর্মী মনে করছে এবারের নির্বাচনে চারদলীয় জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করবে। বিভিন্ন সংগঠনের জরিপ ও বাস্তব অবস্থা ছাত্রলীগ কর্মীদের এ ধারণাকে আরো দৃঢ় করেছে। তাই তারা ছাত্রদলের হাতে হল ছেড়ে দেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। ছাত্রলীগ

৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢা.বি. ছাত্রলীগ কর্মীদের কণ্ঠে বিদায়ের সুর

শেষের পাতার পর

ক্যাডারদের আশঙ্কা গত পাঁচ বছরে তারা হলগুলোতে যে স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়েছে, তাতে আগামী দিনে দল ক্ষমতায় না আসলে সাধারণ ছাত্রদের রোষানলে পড়তে হবে। এভাবে নির্বাচনের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে হলগুলোর চেহারা ততই দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। হলগুলোর ভেতরে ঢুকলেই দেখা যায় তল্পিতল্পাসহ ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বিদায় গ্রহণের প্রস্তাব নেয়ার দৃশ্য। যে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এতদিন হলগুলোতে রাজত্ব করেছে, হলগুলোতে তাদের ছিল সদর্প পদাচরণা, টিভি রুমে, গেস্ট রুমে, ক্যান্টিনে সর্বত্রই ছিল তাদের কর্তৃত্বপূর্ণ শাসনের সুর, ঔদ্ধত্য আচরণ। অথচ আজ মনে হচ্ছে তারা বড়ই অসহায়। কণ্ঠে তাদের ধ্বনিত হচ্ছে বিদায়ের সুর। 'বন্ধু আর কখনো হয়তো হলে তোদের সাথে দেখা হবে না'- এভাবে করুণ কণ্ঠে বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে ছাত্রলীগ কর্মীরা। অনেকে কর্মীদের হলত্যাগ করার সময় নেতাদের জড়িয়ে ধরে ডুকরে কাদতে দেখা গেছে। হল ছাড়ার সময় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা সবকিছু সাথে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এ কারণে নিউমার্কেটে বড় বড় ট্রাভেল ব্যাগ দেদারছে বিক্রি হতে দেখা গেছে। হলত্যাগীরা অধিকাংশই গ্রামের বাড়ীতে চলে গেছে। কেউ কেউ ঢাকায় আত্মীয়-স্বজনের বাসায় উঠেছে। যারা একটু নেতা টাইপের, তারা বাসা ভাড়া নিয়েছে। মিরপুর এলাকায় বাসা ভাড়া তুলনামূলক কম বলে ঐ এলাকায় অধিকাংশ নেতা বাসা বা মেস ভাড়া নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় অচল থাকার কারণে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগের পর এখন ছাত্র লীগশূন্য হয়ে পড়ায় হলগুলো নীরব-নিথর। হলের ভেতরে হাঁটলে রীতিমত প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বাকী যে সব ক্যাডার ও নেতা হলে রয়ে গেছে তারাও নির্বাচনের দিন বিকেল ৫টার দিকে হল জীবনকে আপাতত বিদায় জানাবে। আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতাসীন হতে না পারলে তারা আর ফিরবে না।

এদিকে ঢাকা-১০ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর জয়লাভ সহজ করতে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রগুলোতে জালভোট দেয়ার নীলনকশায় অনেকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে সকলে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মত হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ভোটারদের প্রত্যেকেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র আছে। সুতরাং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পরিচয়পত্র চেক করে ভোট গ্রহণ করা হলেই জাল ভোট রোধ করা যাবে। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলে শিক্ষকরা মন্তব্য করেন। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষে ঢাকা-১০ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে জয়ী করতে নানাভাবে চেষ্টা করছে। প্রশাসনের তরফ থেকে যারা ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন- তাদের নানাভাবে ভয়-ভীতি ও হুমকি দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্র-ছাত্রীর ব্যানারে আওয়ামী লীগ সমর্থিত একদল ছাত্রছাত্রী একটি লিফলেট রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিলি করে বেড়াচ্ছে। লিফলেটে বিএনপি ও বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচীপূর্ণ, বিভ্রান্তিমূলক ও আপত্তিকর বক্তব্য লেখা আছে। আওয়ামীপন্থী শিক্ষক ও ক্যাসেট এনজিও এর সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন করছেন।